সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নন্দীগ্রামে ঐতিহাসিক পদযাত্রা, উন্মোচিত হল বাংলার রাজনীতির নয়া ভবিষ্যৎ

"যদি এখানে বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তাহলে নন্দীগ্রাম মোদীগ্রাম হয়ে যাবে, মেদিনীপুর হয়ে যাবে মোদীনীপুর"

পূর্ব মেদিনীপুর, ০১.০৬.২০২৩

বিভেদকামী বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পদযাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে তিনি সেইসব শত-সহস্র অনুগামীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে একত্রিত হয়েছিলেন।

'তৃণমূলে নব জোয়ার' কর্মসূচির ৩৬তম দিনে এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। তৃণমূলস্তরের মানুষকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তাঁদের পছন্দের প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ দিয়ে এবং তাঁদের আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। **২৫ এপ্রিল থেকে যে 'জন সংযোগ যাত্রা' শুরু হয়েছিল, তা এখন 'জন জোয়ার যাত্রা' -এ উন্নীত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৫টি জেলায় ঘোরার সময় এই কর্মসূচি মানুষের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে।**

বৃহস্পতিবার যখন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই পদযাত্রা পূর্ব মেদিনীপুরের ২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই পদযাত্রা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছিল, সেই সময় নেতার পাশে থেকে, তাঁর সঙ্গেই এগিয়ে চলেছিল অনুগামী ও সমর্থকদের বিপুল সমাবেশ। **স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং তাঁদের সঙ্গে 'তৃণমূলে নব জোয়ার' কর্মসূচির মূল ভাবনা ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে আশ্বস্ত করছিলেন যে বিজেপির ক্ষমতায় থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে।**

নন্দীগ্রামের মাটি এবং এখানকার মানুষের অধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দেন, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, **"আমি বিশ্বাস করি, চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত আজকের এই পদযাত্রা বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎবাণী ঠিক করে দিয়েছে। যে রাজনৈতিক দল ধর্মকে হাতিয়ার করে লড়াই করে, নন্দীগ্রামের মাটি শান্তিপূর্ণভাবে তাদের প্রকৃত জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে।"**

নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকজন স্বামীহারা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাঁরা কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। কেন্দ্রের পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে তাঁরা আবাস যোজনার আওতায় প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং বাংলার বকেয়া অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব অবশ্যই আদায় করে আনবে।

এই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, **"আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনার ভোট যাতে সঠিক প্রার্থীর পক্ষেই যায়, তা নিশ্চিত করুন। আমি নন্দীগ্রাম থেকে ৫০,০০০ চিঠি নিয়ে দিল্লি যাব এবং বাংলার হকের টাকা আদায় করে আনব। বিশ্বের কোনও শক্তিই বাংলার তহবিল আটকে রাখতে পারবে না।"**

এই পদযাত্রা চলাকালীনই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ধাক্কায় নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বজনহারা পরিবারটির প্রতি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ডে আয়োজিত কর্মসূচিতে সমর্থক ও অনুগামীদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, **"দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু, সেক্ষেত্রে কি কিছু দায়-দায়িত্ব থেকে যায় না? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি গাড়ি থেকে নেমে এসে দেখা উচিত নয় যে আক্রান্ত মানুষটি ঠিক আছেন কিনা? অথবা, তাঁর কি আক্রান্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত নয়? যদি কোনও রাজনৈতিক নেতা এতটুকুও মানবিকতা দেখাতে না পারেন, তাহলে তাঁর রাজনীতিতে থাকাই উচিত নয়।"**

নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ককে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যদি নন্দীগ্রামের গদ্দারের এতটুকুও দম থাকে, তাহলে আমি যেমন পদযাত্রা করে দেখালাম, তিনিও তেমনটা করে দেখান। তাঁর কি রাত ৯টার পর মানুষের সঙ্গে রাস্তায় থাকার সাহস রয়েছে?'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, **"এখানে উপস্থিত সকলকে আমি বলতে চাই, আজ আপনারা এখানে থাকার জন্য যে সাহস দেখিয়েছেন, এই গদ্দারকে বিদেয় করতেও একই সাহস দেখান। আমি কথা দিচ্ছি, আমি প্রতি পদক্ষেপে আপনাদের পাশে থাকব।"**

তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছে, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, **"কিছু রাজনৈতিক দল মনে করছে যে তারা ইডি, সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে আমাকে দমিয়ে দেবে। কিন্তু, গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলেন। যদি মানুষ মনে করেন, তাহলে এই বিশ্বাসঘাতকরা নিজেদের বাড়ির বাইরেই বের হতে পারবেন না।"**

নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন: **"এই মাটির মানুষ আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি তাঁদের বলব, এভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব থাকুন এবং আমি কথা দিচ্ছি, চিরকাল আপনাদের পাশে থাকব।"**

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের বিতর্কিত ফলাফল নিয়েও এদিন সরব হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''নন্দীগ্রামের ভোটের ফলাফলকে বিকৃত করা হয়েছে। মানুষ জানেন, প্রকৃত ফলাফল কী ছিল, নির্বাচন জিততে কীভাবে 'লোড শেডিং' কে ব্যবহার করা হয়েছিল।''

পূর্ব মেদিনীপুরের সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের প্রশংসা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যোদ্ধা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাটি। এই মাটি, প্রতিবাদ ও অন্দোলনের মাটি। এই মাটি, মীরজাফরদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের মাটি নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মতো মহান ব্যক্তিবর্গের মাটি। এই মাটি দিল্লির সামনে তার আত্মা বিকিয়ে দেবে না।''

হাঁসছড়া বাজার হোক, কিংবা ঠাকুর চক, কিংবা রেয়াপাড়া অথবা গোপালপুর, আজকের পদযাত্রায় নন্দীগ্রামের সমস্ত এলাকার মানুষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করতে এগিয়ে আসেন। যিনি বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ''নন্দীগ্রাম থেকেই বিজেপির পতন শুরু হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আসন্ন নির্বাচনে, বিজেপি অন্তত পাঁচটি রাজ্যে হারবে। তারপরই হবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। আর সেই ভোটেই বিজেপির বিসর্জন হবে।'

জনতার সামনে তাঁর এদিনের কর্মসূচির অন্তিম পর্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার নন্দীগ্রামের রাজনীতি থেকে বিশ্বাসঘাতকে তাড়ানোর ডাক দেন। বলেন, **"আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে একটি ভোটও এই বিশ্বাসঘাতকরা না পান। আমি তাই বলছি, গদ্দার হটাও, নন্দীগ্রাম বাঁচাও। শুভেন্দু অধিকারী হটাও, নন্দীগ্রাম বাঁচাও।"**

--